

শ্রী কালী চালসি



দুর্গাবাড়ী
Durgabari

॥ দোহা ॥

জয়কালী কালীমালহরণ, মহিমা অগাধ।

মহিমামরুদিনী কালিকা, আমাকে অপার নরিভীকতা দাও।

॥ চৌপাই ॥

শত্রুর অহংকার চূর্ণ হয়। মস্তকরে মালা মনোরম দেখায়।

অষ্টভুজাকৃতি মনোরম মা। দুশাতা দালান বশিবে বখিষাত।

তার ললাট এক বিশাল মুকুট দ্বারা শোভতি। শত্রুর মস্তক তার হাতে।

অপর হাতে তিনি এক পয়োলা মধু ধরে আছেন, তৃতীয় হাতে একটি বরশা।

চতুর্থটি ছাদরে মতো, পঞ্চমটি ত্রিশূলরে মতো, ষষ্ঠটিও ত্রিশূলরে মতো,
এতে শত্রুর শক্তি পরীক্ষা হয়।

সপ্তম করভামকত অসি পয়িরি তোমার সৌন্দর্য আশ্চর্য মা।

অষ্টম কর হলো ভক্তদরে জন্য আশীর্বাদ। এই জননীই জগৎকে মুগ্ধ করার
রূপ।

বানুরক্ত প্রবণী ভক্তদরে মধ্যে প্রচলতি। ঋষি-মুনি জ্ঞানী ব্যক্তরি
দনিরাত এটি পাঠ করেন।

তুমিই মহাশক্তির পুনতি। তুমিই কালী এবং তুমিই সীতা।

হে পতিদরে ত্রাণকর্তা, হে জগতের রক্ষক। কল্যাণী পাপকুলা ঘনক ॥

সুরশে বাকি সীমায় পৌঁছাতে পারল না। সে একবার গৌরীর রূপ ধারণ করছেলি।

আপনার মতো দাতা আর নাই। ভক্তদরে উচিতি রীতি অনুসারে আপনার
আরাধনা করা।

যখন তুমি এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিলে, তখন তুমি অশুভ শক্তিকে ধ্বংস
করেছিলে।

মা, তোমার অনেকে নাম। তুমি তোমার ভক্তদের দুঃখকষ্ট দূর করো।
বদে কলযুগেরে মহিমা কীর্তন করে, কবিতু নারদ ও শারদ তা অতিক্রম করতে
পারেন না।

ঘররে ওপর বোঝা বাড়ল আর লোকসংখ্যাও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। ঠিকি
তখনই তোমার আবর্তিত হলে, মা।

ইত্যাদি শাস্ত্রত নবিত্বতা বারবাতা। বপিদরে ত্রাণকর্তা হসিবে
সর্বজনবদিতি হোনা।

সময়ে সময়ে তোমার নাম খারাপ, আমি তাকে সবসময় নবিত্বতার বর দিচ্ছি।

ধ্যান ধরই শ্রুতি শিখে সুরশে। আপনার পোশাক দেখে সময় ফর্ম.
কালুবা, আমি তোমার সাথে আছি। আমার শত্রুদের জন্ম আমার এক ভয়ঙ্কর
রূপ রয়েছে।

ভূত্ব হনুমান বাগারতি থাকে। চৌষট্টি জন যোগন অনুগত।
ত্রতোকালে রঘুবররে আগ্রহ জন্মালে। বশধররে সনোবাহিনী ধ্বংস হলো।
বলোর লড়াই এক অনন্য খেলো। পয়োলার্টি মাংস ও মজ্জায় পূর্ণ।
তার উগ্র রূপ দেখে অসুররো পালিয়ে গলে। সে তার বাসস্থান ত্যাগ করল।
তারপর সে তার আত্মীয়দের মধ্যকার পার্থক্য ভুলে গিয়ে আর ফরিয়ে আসনো।
এই শিশুটিকে দেখে শঙ্কর চলল গলে। পথ থামিয়ে সে দৌড়ে উঠে দাঁড়াল।

শরীর, মুখ ও পায়ের গড়ন জনপ্রিয়, মা।

মহাসুর অত্যাচারী ছিল এবং সকল পুরুষ ও নারীকে নবিত্বতন করত।

মানুষেরে কষ্ট লাঘব করতে আমি পাখিদের ডাক শুনলাম।

তারপর তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আবর্তিত হলেন। তাঁর নাম ছিল মহা
বজ্রিতো।

তুমি এক মুহুর্তে শুম্ভ ও নশুম্ভ উভয়ই হয়ে গলে। এই পৃথিবীতে তেঁাচার
মতেঁা আর কটে নেই।

সর্বদা দুর্দশাগ্রস্ত ভক্তদেরে প্রতি সহায়ক।

প্রতিদিনে নরমলভাবে সেবা করুন। মন-আবদ্ধ পাকল মগো ছড়িয়ে দিচ্ছি।

মা, বপিরে সময় যারা তেঁাচার ধ্যান করে, তুমি তাদেরে রক্ষা করে।

ভালবাসার সাথে, আসুন আমরা প্রশংসা গাই। ঘন বন্দন সেঁা মুক্তি পায়নে।
যাঁরা কালী চালসি পাঠ করেন, তাঁরা কেঁোনেঁা বন্ধন ছাড়াই স্বর্গে আরোহণ
করবেন।

জগদম্বা, কৃপাদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান। কী কারণে বলিম্ব করলেন? মা,
আপনার ভক্তদেরে রক্ষা করুন।

জয় জয় কালী কঙ্কালী। আমি দীন, অনাথ ও নম্পাপ সবেক। আমি ভক্তভিরে
আপনার শরণ নচ্ছি।

॥ দোঁহা ॥

যনি প্রমে সহকারে কালী চালসি পাঠ করেন, তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয় এবং তাঁর
জীবন সফল হয়।